শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম

স্বামী সর্বাত্মানন্দ

নারায়ণের সহস্রনাম উচ্চারণের প্রারম্ভ বা মুখবন্ধের অন্তিম শ্লোকেই পিতামহ ভীষ্ম সচেতন করে দিচ্ছেন যুধিষ্ঠিরকে 'যানি নামানি গৌণানি' বলে—অর্থাৎ এইসমস্ত নাম গুণাত্মক (ত্রিগুণাত্মক) কারণ সমস্ত নামরূপের পারে যিনি, 'যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ'—যেখান থেকে ব্যর্থ হয়ে মন-বাণী ফিরে আসে, সেই অধরাকে নামের বন্ধনে বাঁধা যায় না। তবুও তিনি নেমে আসেন মায়ার সীমানায়—জন্মরহিত অবিনশ্বর হয়েও। মায়াধীশ হয়েও যোগমায়াকে আশ্রয় করে তিনি আবির্ভূত হন—''অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।/ প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥'' (গীতা, ৪।৬)

তখন একমাত্র ঋষিরাই তাঁকে বুঝতে পারেন, তাঁরাই পরম আবেগে সেই নামরূপাতীতকে নামের বন্ধনে ভূষিত করেন—'ঋষিভিঃ পরিগীতানি'। নিত্যকে লীলার মাধুর্যে মধুময় করার প্রচেষ্টাই ভক্তমনের ভালোবাসা। এই রসের রসিক সকলে হতে পারে না, এই আস্বাদন সকলের জন্য নয়, গীতাতে ভগবান একথাও বলে গেছেন—অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ (৭।২৪)।

কলিসন্তরণ উপনিষদে পাই, ভক্ত নারদকে ব্রহ্মা বলছেন, ''সর্বশ্রুতিরহস্যং গোপ্তং তৎ শৃণু যেন কলিসংসারং তরিষ্যতি ভগবতঃ আদিপুরুষস্য নারায়ণস্য নামোচ্চারণমাত্রেণ নির্ধূতকলির্ভবতি'' (১)—নারায়ণের নামজপ কলিসংসার-সাগর থেকে ত্রাণ করে, এ শ্রুতিসিদ্ধান্ত, এ এক গুপ্তরহস্য।

শাংকরভাষ্য : অত্র নামসহস্রে আদিত্যাদিশব্দানাম্ অর্থান্তরে প্রসিদ্ধানামাদিত্যাদ্যর্থানাং তদ্বিভূতিত্বেন তদভেদাৎ তস্যৈব স্তুতিরিতি প্রসিদ্ধার্থগ্রহণেঽপি তৎস্তুতিত্বম্।

ভূতাত্মা চেন্দ্রিয়াত্মা চ প্রধানাত্মা তথা ভবান্।
আত্মা চ পরমাত্মা চ ত্বমেকঃ পঞ্চধা স্থিতঃ॥
(বিষ্ণুপুরাণ, ৫।১৮।৫০)

জ্যোতীংষি বিষ্ণুর্ভুবনানি বিষ্ণুর্বনানি বিষ্ণুর্গিরয়ো দিশশ্চ।/ নদ্যঃ সমুদ্রাশ্চ স এব সর্বং যদস্তি যন্নাস্তি চ বিপ্রবর্য॥ (তদেব, ২।১২।৩৮)ইতি বিষ্ণুপুরাণে।

'আদিত্যানামহং বিষ্ণুঃ' (১০।২১) ইত্যারভ্য 'অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন। বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥' (১০।৪২) ইতিপর্যন্তং গীতায়াম্। 'ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্' (মুণ্ডক উপনিষদ, ২।২।১১) 'পুরুষ এবেদং বিশ্বম্' (তদেব, ২।১।১০) ইতি শ্রুতিশ্চ। বিষ্ণ্বাদিশব্দানাং পুনরুক্তানামপি বৃত্তিভেদেনার্থভেদান্ন পৌনরুক্ত্যম্। শ্রীপতির্মাধব